পোস্টমাস্টার - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছবি কথা বলে)

১. প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে।

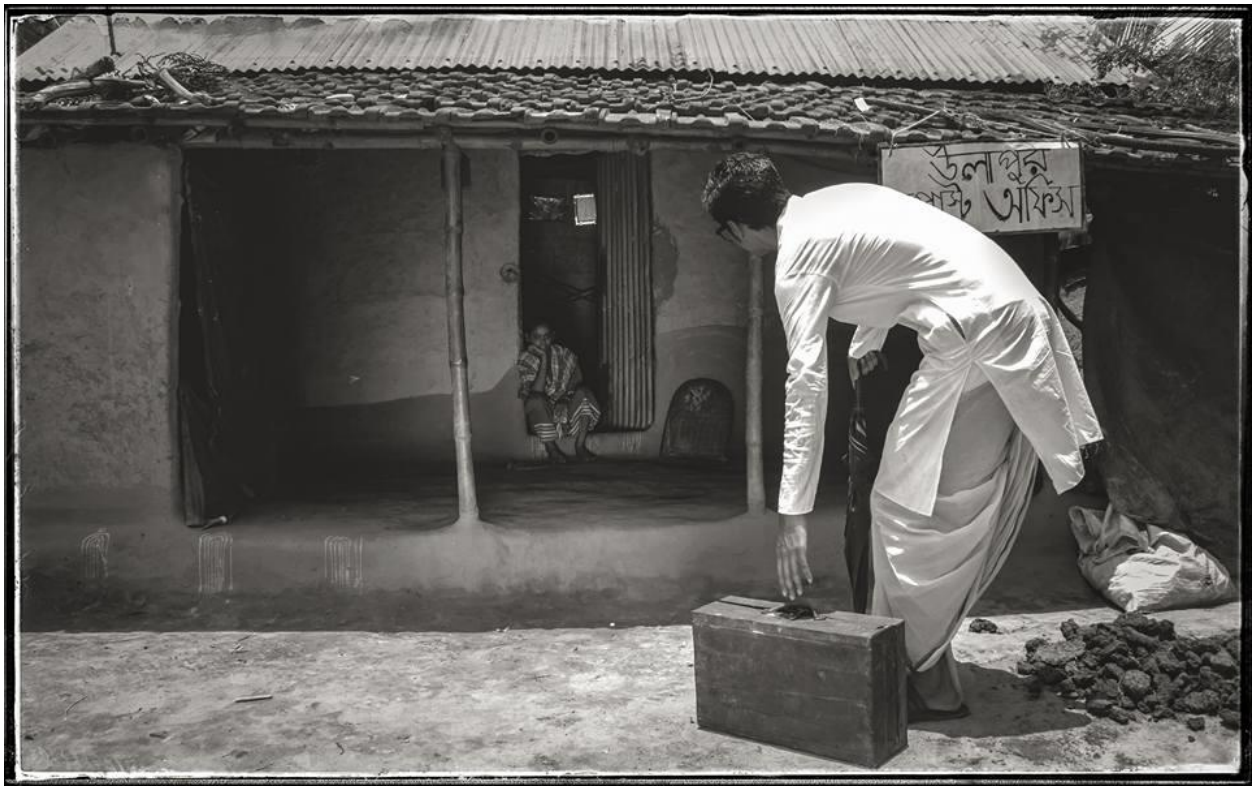

২. জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস।

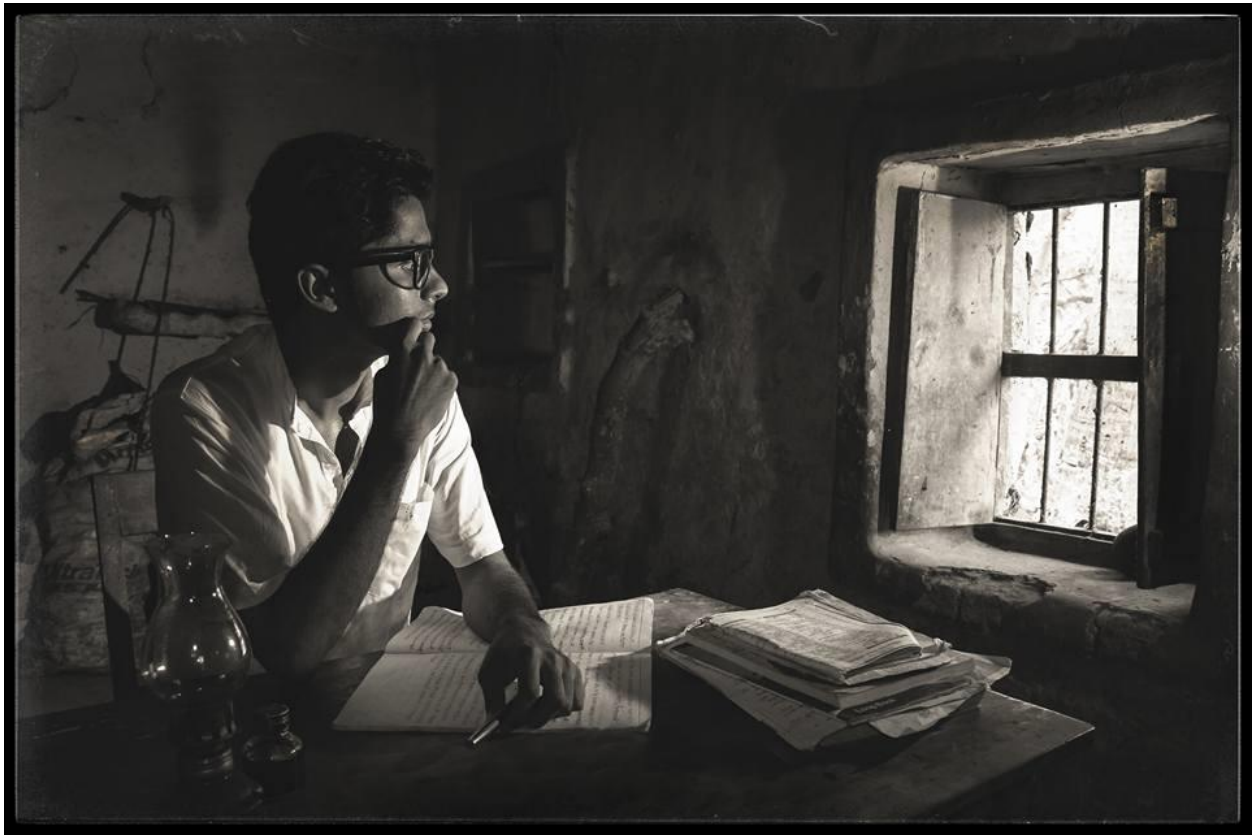

৩.বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন।

৪.পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো।

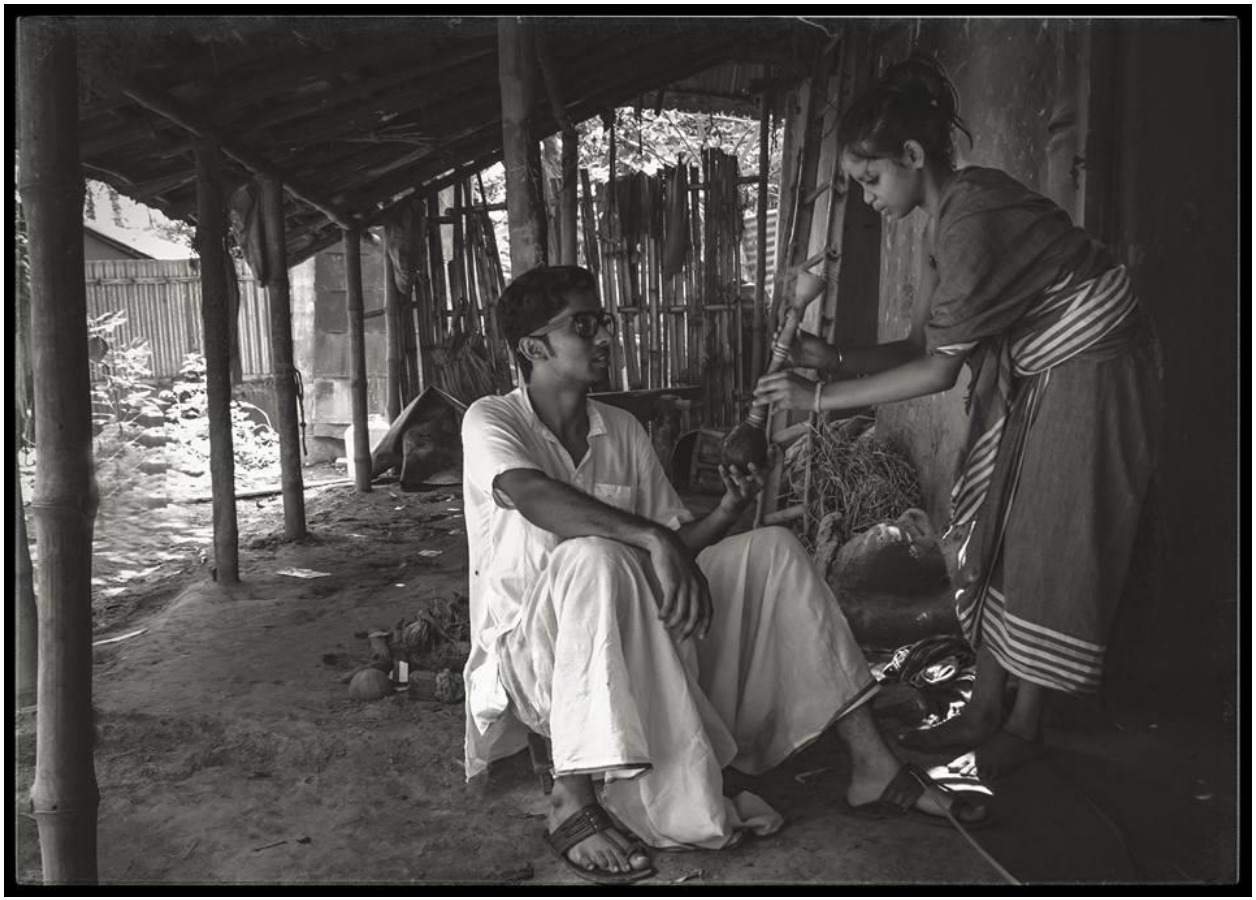

৫.পোস্টমাস্টার ডাকিতেন "রতন"। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন–একবার তামাকটা সেজে দে তো। অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ।

৬.এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টার নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন--ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত।

৭.পোস্টামাস্টার একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন"। রতন তখন গাছতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল-- হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?"

৮.পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।"

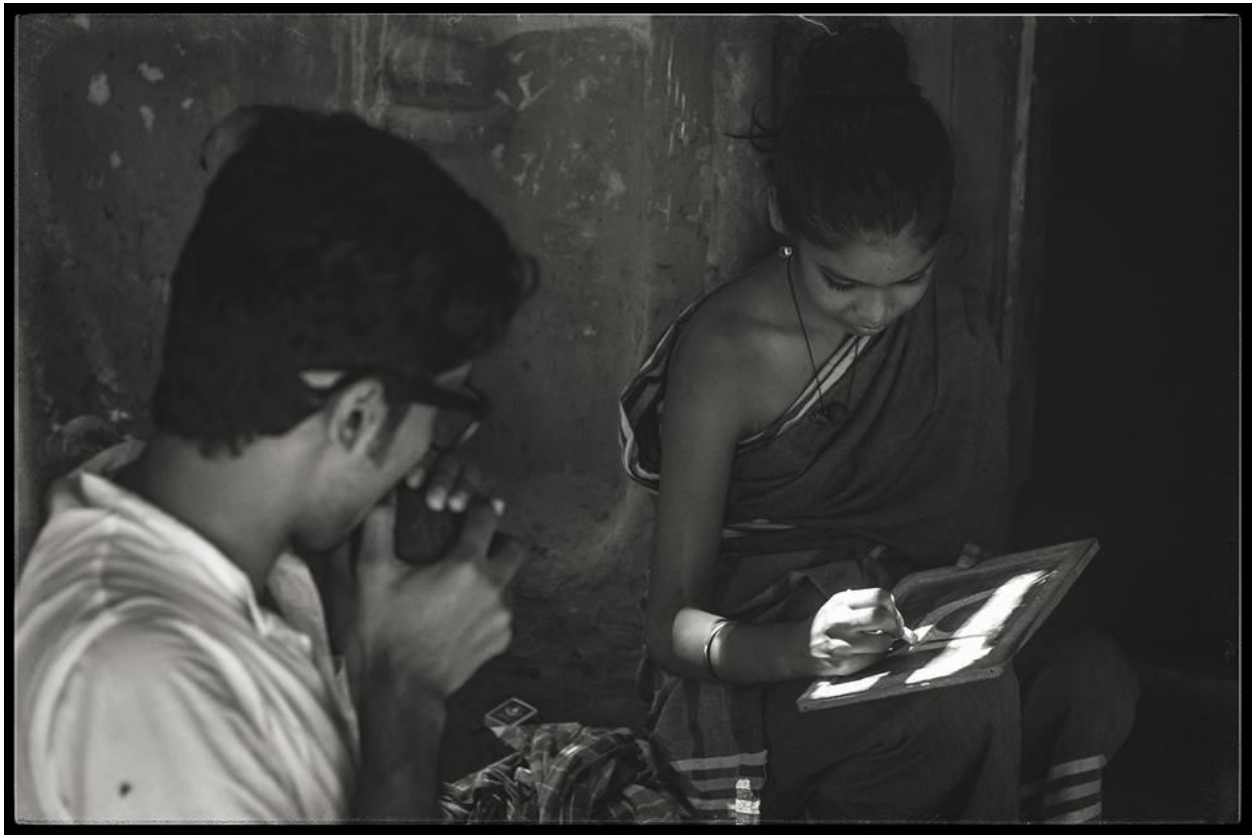

৯. এই বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া "স্বরে অ" "স্বরে আ" করিলেন।

১০. এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, “শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না– দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।” বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল..

১১. বহুদিন পরে পোস্ট মাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। রোগসেবা হইতে নিস্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহার ডাক পড়ে না।

১২. অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?”

পোস্টমাস্টার বলিলেন, “রতন, কালই আমি যাচ্ছি।”

রতন: কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্ট মাস্টার: বাড়ি যাচ্ছি।

রতন: আবার কবে আসবে ।

১৩. রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অনেকক্ষণ আর কেহই কোনো কথা কহিল না । মিটমিট করিয়া প্রদীপ জলিতে লাগিল....

১৪. কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চটপট হইল না।

১৫. ভোরে উঠিয়া পোস্ট মাস্টার দেখিলেন, তাহার স্নানের জল ঠিক আছে ; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন।

১৬. পোস্টমাস্টার যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।”

রতন: "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”

১৭. ভূতপূর্ব পোস্ট মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে টিনের পেটরা ঝুলাইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিলেন.....

১৮. যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন– একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল.....

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu